170MM

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا رسول الله .... أما بعد:

সম্মানিত মুসলিম ভাই ও মুসলিম বোন (আল্লাহ্ আপনাদেরকে করুণা করুন) জেনে রাখুন, আমাদের প্রত্যেকের জন্য চারটি বিষয় জানা অপরিহার্য।

✷ **প্রথমতঃ জ্ঞানার্জন করা :** আল্লাহ্ পাক, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অপরিহার্য। কেননা না জেনে আল্লাহর ইবাদত করা যায় না। করলেও বিভ্রান্তিতে পতিত হতে বাধ্য। যেমন বিভ্রান্ত হয়েছিল খৃষ্টানরা।

✷ **দ্বিতীয়তঃ আমল করা :** জ্ঞানার্জন করার পর আমল না করলে সে ইহুদীদের মত। কেননা ইহুদীরা শিক্ষা লাভ করার পর তদানুযায়ী আমল করেনি। শয়তানের ষড়যন্ত্র হচ্ছে সে মানুষকে জ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনুৎসাহিত করে। তার মধ্যে এমন ধারণা সৃষ্টি করে যে, অজ্ঞ থাকলে আল্লাহ মানুষের ওযুহাত গ্রহণ করবেন। ফলে সে পার পেয়ে যাবে। তার জানা নেই যে, যে সকল বিষয় শিক্ষার্জন করা তার জন্য সম্ভব ছিল তা যদি নাও শিখে তবু তার উপর দলীল কায়েম হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে নূহ (আঃ)এর জাতির চরিত্র। নূহ (আঃ) তাদেরকে নসীহত করতে গেলে: ﴿جَعَلُوٓاْ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثِيَابَهُمۡ﴾ " "তারা কানের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করাতো এবং নিজেদেরকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিত", (সূরা নূহঃ ৭) যাতে করে কেউ বলতে না পারে যে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।

✷ **তৃতীয়তঃ দা'ওয়াত বা আহবান :** উলামা ও দাঈগণ নবীদের উত্তরাধিকার। তাই নবীদের কাজ আলেম ও জ্ঞানীদেরকে করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে লা'নত করেছেন। কেননা ﴿كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرٖ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ﴾ "তারা যে মন্দ ও গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা পরস্পরকে নিষেধ করত না; বাস্তবিকই তাদের কাজ ছিল অত্যন্ত গর্হিত।" (সূরা মায়েদাঃ ৭৯) সৎ পথের প্রতি আহবান ও শিক্ষা দান ফরযে কেফায়া। কেউ এ কাজ আঞ্জাম দিলে যদি যথেষ্ট হয় তবে অন্যরা গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু কেউ এ দায়িত্ব পালন না করলে সকলেই গুনাহগার হবে।

✷ **চতুর্থতঃ ধৈর্য ধারণ করা :** ধৈর্য ধারণ করতে হবে জ্ঞান শিক্ষার পথে। ধৈর্য ধারণ করতে হবে তদানুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে। আর ধৈর্য ধারণ করতে হবে দ্বীনের পথে মানুষকে আহবান করার ক্ষেত্রে।

❁ অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূরীকরণের প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করার জন্য এবং ইসলামী জীবনের অমীয় সুধা অনুসন্ধানকারীদের পিপাসাকে নিবারণ করার জন্য আমাদের সামান্য এই প্রয়াস। আমরা এই বইটিতে ইসলামী শরীয়তের যে সমস্ত বিষয় একান্ত প্রয়োজন সেগুলোকে অতি সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছি।

এখানে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে যা প্রমাণিত হয়েছে তাই একত্রিত করতে চেষ্টা চালিয়েছি। আমরা পূর্ণতার দাবী করি না। পূর্ণতা আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। কিন্তু এটি এক নগণ্য মানুষের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। যদি সত্য-সঠিক হয়ে থাকে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর কোন ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকলে তা আমাদের পক্ষ থেকে ও শয়তানের পক্ষ থেকে- আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তা থেকে মুক্ত। বস্তুনিষ্ঠ ও গঠন মূলক সমালোচনার মাধ্যমে যাঁরা আমাদের ভুল ধরিয়ে দিবেন আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া করবেন।

এই বইয়ের লিখক, প্রকাশক, অনুবাদক, সম্পাদক, পাঠক এবং বিভিন্নভাবে এতে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ যেন তাদের সবাইকে উত্তম পারিতোষিকে ভূষিত করেন। তাদের নেক আমলগুলো কবূল করেন এবং ছওয়াব ও প্রতিদানের সংখ্যাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে দেন। আমীন॥
আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞানী। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন।

Website	www.tafseer.info
Email	bng@tafseer.info

240MM

ALOSHAR BANGLA 2010 - INSIDE - D-MS - DATE : 31-5-2010

9MM

170MM

◗ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, 'আমি যখনই কোন হাদীছ লিখেছি, তখনই সে অনুযায়ী আমল করেছি। যখন আমি এ হাদীছ পেলাম: "নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিঙ্গা লাগিয়ে আবু তাইয়্যেবকে এক দীনার দিয়েছেন।" তখন আমিও এক দীনার দিয়ে শিঙ্গা লাগালাম।'

◗ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, "আমি যখন জেনেছি যে গীবত করা হারাম, তখন থেকে কারো গীবত করিনি। আশা করি আমি আল্লাহর সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করব যে গীবতের কারণে তিনি আমার হিসাব নেবেন না।"

◗ সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে আয়াতাল কুরসী পাঠ করবে, মৃত্যু বতীত জান্নাতে যেতে তার কোন বাঁধা থাকবে না।" (নাসাঈ- সুনানে কুবরা) ইমাম ইবনে কাইয়্যেম বলেন: ইমাম ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন: "ভুল ইত্যাদি কোন কারণ ছাড়া প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে আমি এ আয়াত পাঠ করা কখনো পরিত্যাগ করিনি।"

✷ জ্ঞানার্জন ও তদানুযায়ী আমল করার পর এই নে'য়ামতের প্রতি মানুষকে আহবান করা আবশ্যক। নিজেকে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং মানুষকে কল্যাণ থেকে মাহরূম করবেন না। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ''مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ'' "যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাবে, সে উক্ত কল্যাণ বাস্তবায়নকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব লাভ করবে।" (মুসলিম) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন : ''خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ'' "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই যে কুরআন শিক্ষা করে ও মানুষকে তা শিক্ষা প্রদান করে।" (বুখারী) তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন: ''بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً'' "আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দাও।" (বুখারী) আপনি যত বেশী নেকী ও কল্যাণের প্রসার করবেন তত বেশী আপনার প্রতিদান বৃদ্ধি হবে এবং জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পরও আপনার আমল নামায় তার নেকী লিখা হতে থাকবে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ''إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ'' "মানুষ যখন মৃত্যু বরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়: ১) সাদকায়ে জারিয়া ২) উপকারী বিদ্যা এবং ৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে।" (মুসলিম)

একটি সাবধানতাঃ আমরা প্রতিদিন নামাযে সতেরো বারের অধিক সূরা ফাতিহা পাঠ করে থাকি এবং তাতে (যাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে) সেই ইহুদী-খৃষ্টানদের পথে চলা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে থাকি। তারপরও আমরা তাদের কার্যকলাপের অনুসরণ করে চলেছি। আমরা যদি জ্ঞানার্জন না করে মূর্খতা সহকারে আমল করি তবে পথভ্রষ্ট খৃষ্টানদের মত হয়ে যাব। আর যদি জ্ঞানার্জন করার পর সে অনুযায়ী আমল না করি তবে আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত ইহুদীদের মত হয়ে যাব।!

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি আমাদের সবাইকে উপকারী জ্ঞান অর্জন করে তদানুযায়ী নেক আমল করার তাওফীক দিন!

আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন। সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা ও হাবীবেনা মুহাম্মাদ ও আলা আলিহি ওয়া সাহবিহী আজমাঈন।